মধ্য-লীলা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পদ্ভ্যাং চলন্ যঃ প্রতিমাস্বরূপো
ব্রহ্মণ্যদেবো হি শতাহগম্যম্।
দেশং যযৌ বিপ্রকৃতেঽদ্ভুতেহং
তং সাক্ষিগোপালমহং নতোঽস্মি ॥ ১ ॥

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

প্রতিমাস্বরূপো যঃ পদ্ভ্যাং চরণাভ্যাং শতাহগম্যং বহুদিবসগন্তব্যং দেশং বিপ্রকৃতে ব্রাহ্মণোপকারায় যযৌ প্রাপ্তবান্। নমু প্রতিমায়াঃ কথং চলনমিত্যাহ ব্রহ্মণ্যদেবঃ ব্রহ্মাদিকর্ত্তা অতএব চলন্। অদ্ভুতেহং আশ্চর্য্যচেষ্টং তং সাক্ষিগোপালং তন্নামতয়া প্রসিদ্ধম্। নতোঽস্মি প্রণমামীতি। চক্রবর্ত্তী। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীশ্রীরাধাগিধারী। এই পঞ্চম পরিচ্ছেদে সাক্ষিগোপাল-চরিত্র এবং শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর দণ্ডভঙ্গলীলা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। প্রতিমাস্বরূপঃ (প্রতিমাস্বরূপ হইয়াও) যঃ (যিনি—যে) ব্রহ্মণ্যদেবঃ (ব্রহ্মণ্যদেব) পদ্ভ্যাং (পদদ্বারা) চলন্ (চলিয়া) বিপ্রকৃতে (বিপ্রের উপকারের নিমিত্ত) শতাহগম্যং (বহুদিনগম্য) দেশং (দেশে) যযৌ (গমন করিয়াছিলেন), তং (সেই) অদ্ভুতেহং (অদ্ভুতলীলাশীল) সাক্ষিগোপালং (সাক্ষিগোপালকে) অহং (আমি) নতোঽস্মি (নমস্কার করি)।

অনুবাদ। প্রতিমাস্বরূপ হইয়াও যে ব্রহ্মণ্যদেব বিপ্রের উপকারের নিমিত্ত বহুদিবসের গন্তব্য দেশে পদদ্বারা চলিয়া (হাটিয়া) গমন করিয়াছিলেন, আমি সেই অদ্ভুতলীল সাক্ষিগোপালকে প্রণাম করি। ১

উড়িষ্যাবাসী দুই বিপ্র তীর্থভ্রমণে গিয়াছিলেন। বড় বিপ্র ছিলেন বৃদ্ধ, ছোট বিপ্র যুবা ; ছোট বিপ্র সর্ব্বদা সেবাশুশ্রূষা দ্বারা বড় বিপ্রকে পরিতুষ্ট করিতেন। সন্তুষ্ট হইয়া বড় বিপ্র—শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোপালবিগ্রহকে সাক্ষী করিয়া—ছোট বিপ্রের নিকটে স্বীয় কন্যা বিবাহ দিতে অঙ্গীকার করেন। ছোট বিপ্র বড় বিপ্রের করণীয় ঘর ছিলেন না। তাই দেশে ফিরিয়া আসিলে বড় বিপ্রের আত্মীয়স্বজনগণ কিছুতেই প্রতিশ্রুত বিবাহে সম্মত হইল না ; বড় বিপ্রও সমস্যায় পড়িলেন। ছোট বিপ্র তখন শ্রীগোপালের সাক্ষ্যের কথা বলিলেন। আত্মীয়-স্বজনগণ তাহাতে বলিলেন—আচ্ছা, যদি শ্রীগোপাল এখানে আসিয়া সাক্ষ্য দেন, তাহা হইলে কন্যাদান করা হইবে। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন—বিগ্রহরূপী শ্রীগোপালের আগমন তো অসম্ভবই। যাহা হউক, ছোট বিপ্র শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া গোপালের নিকটে কাঁদিয়া কাটিয়া উড়িষ্যায় যাইয়া গোপালের সাক্ষ্যদানের নিমিত্ত প্রার্থনা জানাইলেন। তাঁহার ভক্তিতে প্রীত হইয়া শ্রীবিগ্রহরূপী গোপাল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া আসিয়া যথাস্থানে সাক্ষ্য দিলেন ; বিবাহ হইয়া গেল। তদবধি সেই শ্রীবিগ্রহ উড়িষ্যাতেই থাকিয়া যায়েন ; তাঁহার নাম হয় সাক্ষিগোপাল।

অদ্ভুতেহং—অদ্ভুত (আশ্চর্য্য) ঈহা (চেষ্টা বা কার্য্য—প্রতিমা হইয়াও হাঁটিয়া আসারূপ অদ্ভুত কার্য্য) যাঁহার, তিনি অদ্ভুতেহ, তাঁহাকে।

চলিতে চলিতে আইলা যাজপুরগ্রামে।
বরাহঠাকুর দেখি করিল প্রণামে॥ ২
নৃত্য-গীত কৈল প্রেমে বহুত স্তবন।
যাজপুরে সে রাত্রি রহি করিলা গমন॥ ৩
কটক আইলা সাক্ষিগোপাল দেখিতে।
গোপালসৌন্দর্য্য দেখি হৈলা আনন্দিতে॥ ৪
প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত করি কথোক্ষণ।
আবিষ্ট হইয়া কৈল গোপাল-স্তবন॥ ৫
সেইরাত্রি তাহা রহি ভক্তগণ-সঙ্গে।
গোপালের পূর্ব্বকথা শুনে বহু রঙ্গে॥ ৬
নিত্যানন্দগোসাঞি যবে তীর্থ ভ্রমিলা।
সাক্ষিগোপাল দেখিবারে কটক আইলা॥ ৭
সাক্ষিগোপালের কথা শুনিল লোকমুখে।
সেই কথা প্রভু আগে কহে মহাসুখে॥ ৮
পূর্ব্বে বিদ্যানগরের দুই ত ব্রাহ্মণ।
তীর্থ করিবারে দোঁহে করিলা গমন॥ ৯
গয়া বারাণসী আদি প্রয়াগ করিয়া।
মথুরা আইলা দোঁহে আনন্দিত হঞা॥ ১০
বনযাত্রায় বন দেখি দেখে গোবর্দ্ধন।
দ্বাদশবন দেখি শেষে আইলা বৃন্দাবন॥ ১১
বৃন্দাবনে গোবিন্দস্থানে মহাদেবালয়।
সে মন্দিরে গোপালের মহা সেবা হয়॥ ১২
কেশিতীর্থে কালিয়হ্রদাদিকে কৈল স্নান।
শ্রীগোপাল দেখি তাহাঁ করিল বিশ্রাম॥ ১৩
গোপাল-সৌন্দর্য্য দোঁহার নিল মন হরি।
সুখ পাঞা রহে তাহাঁ দিন দুই চারি॥ ১৪
দুই বিপ্রমধ্যে এক বিপ্র বৃদ্ধপ্রায়।
আর বিপ্র যুবা—তার করেন সহায়॥ ১৫
ছোটবিপ্র করে সদা তাঁহার সেবন।
তাঁহার সেবায় বিপ্রের তুষ্ট হৈল মন॥ ১৬
বিপ্র কহে—তুমি আমার বহু সেবা কৈলা।
সহায় হইয়া মোরে তীর্থ করাইলা॥ ১৭
পুত্রেহ পিতার ঐছে না করে সেবন।
তোমার প্রসাদে আমি না পাইলাম শ্রম॥ ১৮
কৃতঘ্নতা হয় তোমার না কৈলে সম্মান।
অতএব তোমারে আমি দিব কন্যাদান॥ ১৯
ছোটবিপ্র কহে—শুন বিপ্র-মহাশয়।
অসম্ভব কহ কেনে যেই নাহি হয়?॥ ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২। শ্রীমন্ মহাপ্রভু রেমুণা হইতে যাজপুরে আসিলেন। **বরাহঠাকুর**—বরাহদেবের শ্রীমূর্ত্তি।

৬। **গোপালের পূর্ব্বকথা**—শ্রীগোপালবিগ্রহের পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থিতি, সাক্ষ্য দেওয়ার নিমিত্ত পরে বিদ্যানগরে, বিদ্যানগর হইতে কটকে আগমন ইত্যাদি পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত।

৭-৮। শ্রীমন্নিত্যানন্দ বাল্যকালেই এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন; সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে এবং পরে নিজে একাকী তিনি বহু বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের যাবতীয় তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তখন একবার তিনি কটকে আসিয়া সাক্ষিগোপাল দর্শন করিয়াছিলেন; সেই সময়ে কটকের লোকের মুখে সাক্ষিগোপালের যে বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন, তাহাই এক্ষণে মহাপ্রভুর নিকটে বিবৃত করিলেন।

১১। **দ্বাদশবন**—২।১।২২৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১২। **গোবিন্দস্থানে**—শ্রীগোবিন্দের পুরাতন মন্দিরের উত্তর দিকে শ্রীগোপালের মন্দির অবস্থিত। **মহাদেবালয়**—প্রকাণ্ড দেবমন্দির।

১৩। **কেশীতীর্থে**—শ্রীযমুনার কেশীঘাটে। **শ্রীগোপাল দেখি**—পূর্ব্ব পয়ারে উল্লিখিত-মন্দিরস্থ শ্রীগোপাল নামক বিগ্রহ দর্শন করিয়া। **তাহাঁ**—শ্রীমন্দিরে।

১৮। **তোমার প্রসাদে** ইত্যাদি—তোমার সেবাশুশ্রূষাদির গুণে পথভ্রমণাদির জন্য কোনও শ্রমই (ক্লান্তিই) আমি অনুভব করি নাই।

১৯। **কৃতঘ্নতা**—উপকারীর কৃত উপকার অস্বীকার।

মহাকুলীন তুমি বিদ্যা-ধনাদি-প্রবীণ।
আমি অকুলীন বিদ্যা-ধনাদি-বিহীন॥ ২১
কন্যাদান-পাত্র আমি না হই তোমার।
কৃষ্ণপ্রীতে করি তোমার সেবা-ব্যবহার॥ ২২
ব্রাহ্মণসেবায় কৃষ্ণের প্রীতি বড় হয়।
তাঁহার সন্তোষে ভক্তিসম্পদ্ বাঢ়য়॥ ২৩
বড়বিপ্র কহে—তুমি না কর সংশয়।
তোমাকে কন্যা দিব—আমি করিল নিশ্চয়॥ ২৪
ছোটবিপ্র কহে—তোমার স্ত্রীপুত্র সব।
বহু জ্ঞাতিগোষ্ঠী তোমার—বহুত বান্ধব॥ ২৫
তা সভার সম্মতি বিনে নহে কন্যাদান।
রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক তাহাতে প্রমাণ॥ ২৬
ভীষ্মকের ইচ্ছা—কৃষ্ণে কন্যা সমর্পিতে।
পুত্রের বিরোধে কন্যা নারিলেন দিতে॥ ২৭
বড়বিপ্র কহে—কন্যা মোর নিজধন।
নিজধন দিতে নিষেধিবে কোন জন?॥ ২৮
তোমারে কন্যা দিব সভাকে করি তিরস্কার।
সংশয় না কর তুমি করহ স্বীকার॥ ২৯
ছোটবিপ্র কহে—যদি কন্যা দিতে মন।
গোপালের আগে কহ এ সত্যবচন॥ ৩০
গোপালের আগে বিপ্র কহিতে লাগিল—।
'তুমি জান নিজকন্যা ইহারে আমি দিল॥' ৩১
ছোটবিপ্র কহে—ঠাকুর তুমি মোর সাক্ষী।
তোমা সাক্ষী বোলাইব—যদ্যন্যথা দেখি'॥ ৩২
এত বলি দুইজন চলিলা দেশেরে।
গুরুবুদ্ধ্যে ছোটবিপ্র বহু সেবা করে॥ ৩৩
দেশে আসি দোঁহে গেলা নিজ নিজ ঘর।
কথোদিনে বড়বিপ্র চিন্তিল অন্তর—॥ ৩৪
তীর্থে বিপ্রে বাক্য দিল, কেমতে সত্য হয়?।
স্ত্রী পুত্র জ্ঞাতি বন্ধুর জানিব নিশ্চয়॥ ৩৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

২১। **বিদ্যাধনাদি প্রবীণ**—বিদ্যায়, ধনে, মানে, প্রতিপত্তিতে—সমস্ত বিষয়েই শ্রেষ্ঠ।

২২। আমি তোমার কন্যাকে বিবাহ করার যোগ্য পাত্র নহি; তোমার কন্যাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যেই যে আমি তোমার সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা নহে। তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, আমার পূজনীয়, কৃপাপূর্ব্বক তীর্থভ্রমণে আমাকে সঙ্গে আনিয়া কৃতার্থ করিয়াছ; তোমার সেবায় শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইবেন—এই আশাতেই আমি তোমার সেবা করিতেছি।

২৩। **তাঁহার সন্তোষে**—ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হইলে। কোনও কোনও পুস্তকে এই পয়ারের পরে নিম্নলিখিত পয়ারটী অতিরিক্ত দৃষ্ট হয়:—'করিয়ে তোমার সেবা আমার ব্যবহার। এই অসম্ভব কথা না কহিবে আর।"

২৯। **করি তিরস্কার**—যদি তোমাকে কন্যা দিতে তাহারা বাধা দেয়, তাহা হইলে তাহাদের সকলকে তিরস্কার করিয়া (মন্দ বলিয়া)—তাহাদের নিষেধ উপেক্ষা করিয়া—আমি তোমাকেই কন্যা দিব।

এই পয়ার স্থলে এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়:—"তোমাকে কন্যা দিব সবার করিব জাতিরক্ষা। সংশয় না কর তুমি না কর উপেক্ষা॥" উপেক্ষা—অস্বীকার।

৩০। **গোপালের আগে**—শ্রীগোপালের সাক্ষাতে; শ্রীগোপাল-বিগ্রহকে সাক্ষী রাখিয়া।

৩১। **তুমি জান** ইত্যাদি—আমার কন্যা এই ছোট বিপ্রে বাগ্‌দত্তা হইল, ইহা তুমি জানিয়া রাখিবে।

৩২। **যদ্যন্যথা দেখি**—যদি অন্যরূপ কিছু দেখি; যদি দেখিতে পাই যে, প্রতিশ্রুতি-অনুসারে এই বিপ্র আমাকে তাঁহার কন্যা দিতেছেন না।

৩৫। বড় বিপ্র চিন্তা করিতেছেন—"এই ছোট বিপ্রকে কন্যা দিব বলিয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—তীর্থস্থানে বিশেষতঃ দেবতার সাক্ষাতে। এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ লইলে আর আমার নিস্তার নাই; কিন্তু কিরূপে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিব? আত্মীয়-স্বজন কি সম্মত হইবে? আচ্ছা—স্ত্রী, পুত্র, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, আত্মীয়-স্বজনাদিকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি—তাঁহাদের কি মত।" **জানিব নিশ্চয়**—তাহাদের মনের নিশ্চয় (অভিপ্রায়, অভিমত) জানিয়া লইব।

একদিন নিজলোক একত্র করিল।
তা সভার আগে সব বৃত্তান্ত কহিল ॥ ৩৬
শুনি সব গোষ্ঠী তবে করে হাহাকার—।
ঐছে বাত মুখে তুমি না আনিহ আর ॥ ৩৭
নীচে কন্যা দিলে কুল যাইবেক নাশ।
শুনিঞা সকল লোক করিবে উপহাস ॥ ৩৮
বিপ্র কহে—তীর্থবাক্য কেমনে করি আন ?।
যে হউ সে হউ আমি দিব কন্যাদান ॥ ৩৯
জ্ঞাতি লোক কহে—মোরা তোমারে ছাড়িব।
স্ত্রী-পুত্র কহে—বিষ খাইয়া মরিব ॥ ৪০
বিপ্র কহে—সাক্ষী বোলাঞা করিবেক ন্যায়।
জিতি কন্যা লবে, মোর ব্যর্থ ধর্ম্ম যায় ॥ ৪১
পুত্র কহে—প্রতিমা সাক্ষী, সেহো দূরদেশে।
কে তোমার সাক্ষী দিবে—চিন্তা কর কিসে ? ॥ ৪২
নাহি কহি—না কহিও এ মিথ্যা বচন।
সবে কহিবে—কিছু মোর না হয় স্মরণ ॥ ৪৩
তুমি যদি কহ—আমি কিছুই না জানি।
তবে আমি ন্যায় করি ব্রাহ্মণেরে জিনি ॥ ৪৪
এত শুনি বিপ্রের চিন্তিত হৈল মন।
একান্তভাবে চিন্তে বিপ্র গোপাল-চরণ—॥ ৪৫
মোর ধর্ম্ম রক্ষা পায়, না মরে নিজজন।
দুই রক্ষা কর গোপাল ! লইল শরণ ॥ ৪৬
এই মতে বিপ্র চিত্তে চিন্তিতে লাগিলা।
আর-দিন লঘুবিপ্র তাঁর ঘরে আইলা ॥ ৪৭
আসিয়া পরমভক্ত্যে নমস্কার করি।
বিনয় করিয়া কহে দুই কর যুড়ি ॥ ৪৮
তুমি মোরে কন্যা দিতে করিয়াছ অঙ্গীকার।
এবে কিছু নাহি কহ কি তোমার বিচার ? ॥ ৪৯
এত শুনি সেই বিপ্র রহে মৌন ধরি।
তার পুত্র মারিতে আইল হাতে ঠেঙ্গা করি ॥ ৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

৩৭। **ঐছে বাত**—ঐরূপ কথা ; কুলীন হইয়া অকুলীন ছোট বিপ্রকে কন্যাদানের কথা।

৩৯। **বিপ্র কহে**—বড়বিপ্র বলিলেন। **তীর্থবাক্য**—তীর্থস্থানে যে বাক্য দেওয়া হইয়াছে, যে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে। **আন্**—অন্যথা ; প্রতিজ্ঞাভঙ্গ। **যে হউ সে হউ**—যাহা হইবে হউক। লোকে উপহাসই করুক, কি একঘরেই বা করুক।

৪১। **সাক্ষী**—শ্রীগোপাল। **ন্যায়**—অভিযোগ, নালিশ। **জিতি**—জিনিয়া। **ধর্ম্ম ব্যর্থ যায়**—সাক্ষী ডাকাইয়া ঐ বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করিলে আমাকে কন্যাদান করিতেই হইবে ; লাভের মধ্যে আমাকে কেবল অনর্থক মিথ্যাকথা বলিয়াই ধর্ম্ম নষ্ট করিতে হইবে।

৪২। **প্রতিমা সাক্ষী**—তোমার সাক্ষী তো প্রতিমা ! প্রতিমা কি হাটিয়া আসিতে পারে ? অতদূর হইতে কেহ বহন করিয়াও আনিতে পারিবে না ; আর পারিলেই বা ভয় কি ? প্রতিমা তো কথা বলিতে পারিবে না ! সাক্ষ্য দিবে কিরূপে ?

৪৩। **নাহি কহি**—বলি নাই। বড় বিপ্রকে তাঁহার পুত্র বলিতেছেন—"আমি কন্যা দিব, এমন কথা বলি নাই" এই মিথ্যা কথা না হয় তুমি বলিও না ; তুমি এই মাত্র বলিও যে, আমি কি বলিয়াছি আমার স্মরণ নাই।

৪৪। **ন্যায় করি**—বিচার করাইয়া। **ব্রাহ্মণেরে**—ছোট বিপ্রকে।

৪৫-৪৬। বড়বিপ্রকে তাঁহার পুত্র যে উপদেশ দিলেন, তাহাও মিথ্যা বলারই উপদেশ। বড়বিপ্র জানিতেন—"আমি বলি নাই" বলাও যেমন মিথ্যা, "আমার স্মরণ নাই" বলাও তেমনি মিথ্যা,—প্রতারণাময়। তাই তিনি ধর্ম্মহানি ভয়ে চিন্তিত হইয়া শ্রীগোপালের চরণ চিন্তা করিয়া প্রার্থনা করিলেন—"হে গোপাল ! কৃপা করিয়া এই কর—যেন আমার ধর্ম্মও রক্ষা পায়, আত্মীয়স্বজনও যেন রুষ্ট না হয়।"

৪৭। **লঘুবিপ্র**—ছোট বিপ্র।

৫০। **সেই বিপ্র**—বড়বিপ্র। **মৌন**—চুপ ; বাক্শূন্য।

আরে অধম ! মোর ভগ্নী চাহ বিবাহিতে ?।
বামন হঞা চাঁদ যেন চাহত ধরিতে ॥ ৫১
ঠেঙ্গা দেখি সেই বিপ্র পলাইয়া গেল।
আর-দিন গ্রামের লোক একত্র করিল ॥ ৫২
সব-লোক বড়বিপ্রে ডাকিয়া আনিল।
তবে সেই লঘুবিপ্র কহিতে লাগিল ॥ ৫৩
ইহোঁ মোরে কন্যা দিতে করিয়াছে অঙ্গীকার।
এবে কন্যা নাহি দেন কি হয় বিচার ? ॥ ৫৪
তবে সেই বিপ্রেরে পুছিল সর্ব্বজন—।
কন্যা কেনে না দেহ, যদি দিয়াছ বচন ? ॥ ৫৫
বিপ্র কহে—শুন লোক ! মোর নিবেদন।
কবে কি বলিয়াছি, কিছু না হয় স্মরণ ॥ ৫৬
এত শুনি তার পুত্র বাক্‌ছল পাইয়া।
প্রগল্‌ভ হইয়া কহে সম্মুখে দাঁড়াইয়া—॥ ৫৭
তীর্থযাত্রায় পিতা সঙ্গে ছিল বহুধন।
ধন দেখি এই দুষ্টের লৈতে হৈল মন ॥ ৫৮
আর কেহো সঙ্গে নাহি, সবে এই একল।
ধুতুরা খাওয়াইয়া বাপে করিল পাগল ॥ ৫৯
সব ধন লৈয়া কহে—চোরে লৈল ধন।
'কন্যা দিতে চাহিয়াছে' উঠাইল বচন ॥ ৬০
তুমি-সব-লোক ! কহ করিয়া বিচারে।
মোর পিতার কন্যা দিতে যোগ্য কি ইহারে ॥ ৬১
এত শুনি লোকের মনে হইল সংশয়।
সম্ভবে ধনলোভে লোক ছাড়ে ধর্ম্মভয় ॥ ৬২
তবে ছোটবিপ্র কহে শুন মহাজন।
ন্যায় জিনিবারে কহে অসত্য-বচন ॥ ৬৩
এই বিপ্র মোর সেবায় তুষ্ট যবে হৈলা।
'তোরে আমি কন্যা দিব' আপনে কহিলা ॥ ৬৪
তবে আমি নিষেধিল—শুন দ্বিজবর।
তোমার কন্যার যোগ্য নহি মুঞি বর ॥ ৬৫
কাহাঁ তুমি পণ্ডিত ধনী পরম কুলীন।
কাহাঁ মুঞি দরিদ্র মূর্খ নীচ কুলহীন ॥ ৬৬
তবু এই বিপ্র মোরে কহে বারবার—।
তোরে কন্যা দিলুঁ, তুমি করহ স্বীকার ॥ ৬৭
তবে মুঞি কহিলুঁ—শুন দ্বিজ মহামতি !
তোমার স্ত্রী-পুত্র-জ্ঞাতির না হবে সম্মতি ॥ ৬৮
কন্যা দিতে নারিবে, হবে অসত্য বচন।
পুনরপি কহে বিপ্র করিয়া যতন— ॥ ৬৯
কন্যা তোরে দিলুঁ, দ্বিধা না করিহ চিতে।
আত্মকন্যা দিব, কেবা পারে নিষেধিতে ? ॥ ৭০
তবে আমি কহিলাম দৃঢ় করি মন।
গোপালের আগে কহ এ সত্য বচন ॥ ৭১
তবে ইহোঁ গোপালের আগে ত কহিল—।
তুমি জান, এই বিপ্রে কন্যা আমি দিল ॥ ৭২
তবে আমি গোপালেরে সাক্ষী করিয়া।
কহিনু তাঁহার পদে মিনতি করিয়া—॥ ৭৩
যদি মোরে এই বিপ্র না করে কন্যাদান।
সাক্ষী বোলাইব তোমা—হৈও সাবধান ॥ ৭৪
এই বাক্যে সাক্ষী মোর আছে মহাজন।
যাঁর বাক্য সত্য করি মানে ত্রিভুবন ॥ ৭৫
তবে বড়বিপ্র কহে—এই সত্য কথা।
গোপাল যদি সাক্ষী দেন আপনে আসি এথা ॥ ৭৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫৬। বড়বিপ্র পুত্রের শিক্ষা অনুসারেই কথা বলিলেন।

৫৭। **বাক্‌ছল**—কথার ছল। **প্রগল্‌ভ**—ধৃষ্ট, উদ্ধত।

৬২। বড় বিপ্রের পুত্রের কথা শুনিয়া ছোটবিপ্রের সততা সম্বন্ধে সকলের মনে একটু সন্দেহ জন্মিল; তাঁহারা মনে করিলেন—ধনলোভে ধর্ম্মভয় ত্যাগ করা অসম্ভব নয়; বড়বিপ্রের পুত্র যাহা বলিয়াছে, তাহা হয় তো সত্যও হইতে পারে।

৬৩। **ন্যায় জিনিবারে**—তর্কিত বিষয়ে জয় লাভ করার উদ্দেশ্যে। **অসত্য বচন**—মিথ্যা কথা।

তবে কন্যা দিব—এই জানিহ নিশ্চয়।
তার পুত্র কহে—ভাল এই বাত হয় ॥ ৭৭
বড় বিপ্রের মনে—কৃষ্ণ বড় দয়াবান্।
অবশ্য মোর বাক্য তেঁহো করিবে প্রমাণ ॥ ৭৮
পুত্রের মনে—প্রতিমা না আসিবে সাক্ষী দিতে।
এই বুদ্ধ্যে দুইজনা হইলা সম্মতে ॥ ৭৯
ছোট বিপ্র কহে—পত্র করহ লিখন।
পুন যেন নাহি চলে এ সব বচন ॥ ৮০
তবে সব লোক এক পত্র ত লিখিল।
দোঁহার সম্মতি লৈয়া মধ্যস্থ রাখিল ॥ ৮১
তবে ছোট বিপ্র কহে—শুন সর্ব্বজন।
এই বিপ্র—সত্যবাক্য ধর্ম্মপরায়ণ ॥ ৮২
স্ববাক্য ছাড়িতে ইঁহার নাহি কভু মন।
স্বজন-মৃত্যুভয়ে কহে লটপটীবচন ॥ ৮৩
ইঁহার পুণ্যে কৃষ্ণে আনি সাক্ষী বোলাইমু।
তবে এই বিপ্রের সত্যপ্রতিজ্ঞা রাখিমু ॥ ৮৪
এত শুনি সব লোক উপহাস করে।
কেহো কহে—ঈশ্বর দয়ালু আসিতেহ পারে ॥ ৮৫
তবে সেই ছোট বিপ্র গেলা বৃন্দাবন।
দণ্ডবৎ করি কহে সব বিবরণ—॥ ৮৬
ব্রহ্মণ্যদেব ! তুমি বড় দয়াময়।
দুইবিপ্রের ধর্ম্ম রাখ হইয়া সদয় ॥ ৮৭
কন্যা পাব—মনে মোর নাহি এই সুখ।
ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা যায়—এই বড় দুখ ॥ ৮৮
এত জানি তুমি সাক্ষী দেহ দয়াময় !
জানি সাক্ষী না দেয় যেই তার পাপ হয় ॥ ৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৭৭। **ভাল এই বাত হয়**—ইহাই উত্তম কথা। **বাত**—বাৎ, কথা। অথবা **ভাল এই বাত হয়**—ইহা তো ভালই, বেশ কথা—ইহাও তো হইতে পারে।

৭৮-৭৯। বড়বিপ্র মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ পরমদয়ালু; তিনি কৃপা করিয়া নিশ্চয়ই এখানে আসিবেন এবং আমি যে ছোটবিপ্রকে কন্যা দেওয়ার কথা তাঁহার সাক্ষাতে বলিয়াছি, তাহা তিনি প্রকাশ করিয়া আমার দ্বারা কন্যাদান করাইয়া আমার ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন। আর বড়বিপ্রের পুত্র মনে করিলেন, শ্রীগোপাল তো প্রতিমা-বিশেষ—প্রতিমা সাক্ষ্য দিতে এখানে আসিবে, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই দুই ভাবে (দুই বুদ্ধ্যে) পিতাপুত্র দুই জন ছোট বিপ্রের প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন।

৮০। ছোটবিপ্র বলিলেন—"যে সব কথা স্থির হইল, তাহা লেখা হইয়া থাকুক; তাহা হইলে পরে আর কেহ ইহার অন্যথা করিতে পারিবে না।"

৮১। **মধ্যস্থ রাখিল**—একজন বিশ্বস্ত লোককে মধ্যস্থ স্থির করিয়া তাঁহার নিকটে লিখিত পত্র রাখিয়া দেওয়া হইল।

৮২। **এই বিপ্র**—বড়বিপ্র। **সত্যবাক্য**—সত্যবাদী।

৮৩। **স্ববাক্য ছাড়িতে**—নিজের প্রতিশ্রুতি নষ্ট করিতে।

স্বজনমৃত্যু-ভয়ে—আমার নিকটে কন্যা দিলে আত্মীয়-স্বজনগণ প্রাণত্যাগ করিবে বলিয়া ভয় দেখাইয়াছে, তাই। **লটপটী বচন**—এদিক ওদিক করিয়া কথা; গোলমেলে বাক্য; সত্যের গোপন করিয়া কথা।

৮৭। **দুইবিপ্রের ধর্ম্ম**—দুইজন ব্রাহ্মণের বাক্যের সত্যতা রক্ষা কর। বড়বিপ্র কন্যা দিতে প্রতিশ্রুত; তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার সহায়তা করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম রাখ। আমিও তোমাকে নিয়া সকলের সাক্ষাতে সাক্ষ্য দেওয়াইব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; আমার সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করাইয়া আমারও ধর্ম্ম রক্ষা কর।

৮৮। বড়বিপ্রের কন্যা পাওয়ার লোভে আমি এখানে তোমার নিকটে আসি নাই; তুমি সাক্ষ্য না দিলে **ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়**—তাহা বড়ই দুঃখের বিষয়; তাই আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি; বড়বিপ্রকে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের প্রত্যবায় হইতে রক্ষা কর।

কৃষ্ণ কহে—বিপ্র ! তুমি যাহ স্বভবনে।
সভা করি আমা তুমি করিহ স্মরণে ॥ ৯০
আবির্ভাব হৈয়া আমি তাহাঁ সাক্ষী দিব।
প্রতিমা-স্বরূপে তাহাঁ যাইতে নারিব ॥ ৯১
বিপ্র কহে—হও যদি চতুর্ভুর্জ-মূর্ত্তি।
তবু তোমার বাক্যে কারো নহিবে প্রতীতি॥ ৯২
এই মূর্ত্ত্যে গিয়া যদি এই শ্রীবদনে।
সাক্ষী দেহ যদি—তবে সর্ব্বলোকে মানে ॥ ৯৩
কৃষ্ণ কহে—প্রতিমা চলে কাহাঁও না শুনি।
বিপ্র কহে—প্রতিমা হৈয়া কহ কেনে বাণী ?॥ ৯৪
প্রতিমা নহ তুমি—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
বিপ্র লাগি কর তুমি অকার্য্য-করণ ? ॥ ৯৫
হাসিয়া গোপাল কহে শুনহ ব্রাহ্মণ !
তোমার পাছে-পাছে আমি করিব গমন ॥ ৯৬
উলটি আমাকে তুমি না করিহ দর্শনে।
আমারে দেখিলে আমি রহিব সেই-স্থানে ॥ ৯৭

গৌরকৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

৯২। শ্রীগোপাল ব্রাহ্মণের প্রতি তুষ্ট হইয়া—তাঁহার স্মরণ মাত্রেই সভাস্থলে আবির্ভূত হইয়া সাক্ষ্য দিবেন—বলায় ছোট বিপ্র বলিলেন—"না প্রভু, তাহাতে হইবে না ; আবির্ভূত হইয়া কেন, তুমি যদি চতুর্ভুর্জ মূর্ত্তি হইয়াও সাক্ষ্য দাও, তাহা হইলেও কেহ তাহা বিশ্বাস করিবে না। তাহাকে হয় তো আমার বুজরুকি বলিয়াই লোকে মনে করিবে।"

৯৩। তুমি যে মূর্ত্তিতে এখানে দাঁড়াইয়া আছ, যদি এই মূর্ত্তিতে আমার সঙ্গে সেখানে যাইয়া তোমার এই মুখেই সাক্ষ্য দাও, তাহা হইলে সকলেই তাহা মান্য করিবে।

৯৪। শ্রীগোপাল বলিলেন—"আমি প্রতিমা ; কিরূপে তোমার সঙ্গে হাঁটিয়া যাইব ? প্রতিমা তো হাঁটিতে পারে না ?" অমনি ছোট বিপ্র বলিলেন—"প্রতিমা কথা বলে কিরূপে ? প্রতিমা যদি কথা বলিতে পারে, তবে হাঁটিতেও পারিবে।" **বাণী**—কথা।

৯৫। ভগবৎকৃপায় যাঁহাদের চিত্তের সমস্ত মলিনতা দূরীভূত হইয়াছে, যাঁহাদের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব আবির্ভূত হইয়া অচলা ভক্তিরূপে পরিণত হইয়াছে, তাঁহারা বিগ্রহমূর্ত্তিকে কখনও দারুময়ী, মৃণ্ময়ী বা শিলাময়ী প্রতিমাবিশেষ বলিয়া মনে করেন না ; শ্রীকৃষ্ণপ্রতিমাকে তাঁহারা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ—স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন—বলিয়াই মনে করেন ; ইহা তাঁহাদের মুখের কথামাত্র নয়—ইহা তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস—প্রাণের অনুভূতি। বস্তুতঃ বিগ্রহে এইরূপ শ্রদ্ধা-বিশ্বাস যাঁহার জন্মিয়াছে, তিনিই বিগ্রহসেবার প্রকৃত অধিকারী, তাঁহার কৃত বিগ্রহসেবাই পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিতে পারে এবং তাঁহার সঙ্গেই বিগ্রহাদিও কথাবার্ত্তাদি বলিয়া থাকেন।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্—যে আমাকে যেভাবে ভজন করে, আমিও তাহাকে সেই ভাবেই কৃপা করি। গীতা। ৪।১১।"—ইহাই শ্রীভগবানের বাক্য। সুতরাং যিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রতিমাকে স্বয়ং বজেন্দ্রনন্দন বলিয়াই বিশ্বাস করেন, তাঁহার নিকটে সেই প্রতিমা স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপেই ব্যবহার করিবেন—তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তাদিও বলিবেন। কিন্তু যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-প্রতিমাকে প্রতিমামাত্র মনে করেন, তাঁহাদের নিকটে তাহা প্রতিমামাত্রই ; সেই প্রতিমায় তাঁহারা—ভগবানের কোনওরূপ শক্তির বিকাশ তো দূরে,—কোনওরূপ প্রাণের সাড়াও পান না ; প্রতিমায় প্রাণের সাড়া আসিবে কোথা হইতে ?

অকার্য্য করণ—শ্রীবিগ্রহরূপে স্বীয় মন্দির ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে হাঁটিয়া অন্যত্র যাওয়া রূপ অকার্য্য, তাহা করা।

৯৭। উলটি—ফিরিয়া। যদি পেছনের দিকে ফিরিয়া দেখ, তাহা হইলে আমি আর অগ্রসর হইব না ; যেখানে তুমি ফিরিয়া চাহিবে, সেইস্থানেই আমি থাকিয়া যাইব।

নূপুরের ধ্বনিমাত্র আমার শুনিবে।
সেই শব্দে গমন মোর প্রতীতি করিবে॥ ৯৮
এক-সের অন্ন রান্ধি করিবে সমর্পণ।
তাহা খাঞা তোমার সঙ্গে করিব গমন॥ ৯৯
আর দিন আজ্ঞা মাগি চলিলা ব্রাহ্মণ।
তার পাছে-পাছে গোপাল করিলা গমন॥ ১০০
নূপুরের ধ্বনি শুনি আনন্দিত মন।
উত্তম অন্ন পাক করি করায় ভোজন॥ ১০১
এইমত চলি বিপ্র নিজদেশে আইলা।
গ্রামের নিকট আসি মনেতে চিন্তিলা—॥ ১০২
এবে মুঞি গ্রামে আইনু—যাইমু ভবন।
লোকেরে কহিমু গিয়া সাক্ষীর আগমন॥ ১০৩
সাক্ষাতে না দেখিলে মনে প্রতীতি না হয়।
ইহাঁ যদি রহে, তবে নাহি কিছু ভয়॥ ১০৪
এত চিন্তি সেই বিপ্র ফিরিয়া চাহিল।
হাসিয়া গোপালদেব তাহাঁই রহিল॥ ১০৫
ব্রাহ্মণে কহিল—তুমি যাহ নিজ ঘর।
ইহাঞি রহিব আমি, না যাব অতঃপর॥ ১০৬
তবে সেই বিপ্র যাই নগরে কহিল।
শুনিঞা সকল লোক চমৎকার হৈল॥ ১০৭
আইল সকল লোক সাক্ষী দেখিবারে।
গোপাল দেখিয়া লোক দণ্ডবৎ করে॥ ১০৮
গোপালের সৌন্দর্য্য দেখি লোকে আনন্দিত।
'প্রতিমা চলি আইলা' শুনি হইলা বিস্মিত॥ ১০৯
তবে সেই বড়বিপ্র আনন্দিত হঞা।
গোপালের আগে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা॥ ১১০
সকল লোকের আগে গোপাল সাক্ষী দিল।
বড়বিপ্র ছোটবিপ্রে কন্যাদান কৈল॥ ১১১
তবে সেই দুই বিপ্রে কহিলা ঈশ্বর—।
তুমি দুই জন্মে জন্মে আমার কিঙ্কর॥ ১১২
দোঁহার সত্যে তুষ্ট হৈলাঙ, দোঁহে মাগ বর।
দুই বিপ্র বর মাগে আনন্দ-অন্তর—॥ ১১৩
যদি বর দিবে, তবে রহ এইস্থানে।
কিঙ্করেরে দয়া তবে সর্ব্বলোকে জানে॥ ১১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৯৮। তুমি আগে চলিতে চলিতে আমার পায়ের নূপুরের ধ্বনি শুনিতে পাইবে এবং তদ্দ্বারাই বুঝিতে পারিবে যে, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি। **প্রতীতি**—বিশ্বাস, প্রত্যয়।

৯৯। **একসের অন্ন**—একসের চাউল। **করিবে সমর্পণ**—আমার ভোগ দিবে (২।৪।৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। ভক্ত ছোট বিপ্রের আহারের জন্যই ভক্তবৎসল-গোপালের এই ভঙ্গী।

১০৩। **যাইমু ভবন**—নিজগৃহে যাইব।

শ্রীগোগাল সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছেন, বাড়ীতে গিয়া সকলকে আমার একথা বলিতে হইবে। কিন্তু তিনি যে আসিয়াছেন, নূপুরের শব্দ ব্যতীত তাহার আর কোনও প্রমাণ নাই—আমি স্বচক্ষে তাঁহাকে দেখি নাই। নিজে না দেখিয়া কিরূপে সকলকে বলিব? আমি তাঁহাকে দেখিয়া তবে গৃহে যাইব; আমার ফিরিয়া চাওয়ায় যদি তিনি আর না যায়েন, তাহা হইলেও চলিবে। এই তো নিজ গ্রামে আসিয়াছি—তিনি এখানে থাকিলেও আমার ক্ষতি হইবে না। লোক সকলকে বলিয়া কহিয়া এখানে আনিতে পারিব।

১০৭। **চমৎকার হৈল**—প্রতিমা হাঁটিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া বিস্মিত হইল।

১১২। **সেই দুই বিপ্রে**—বড় বিপ্র ও ছোট বিপ্র, এই দুইজনকে। **কহিলা ঈশ্বর**—শ্রীগোপালদেব বলিলেন। **তুমি দুই** ইত্যাদি—তোমরা দুইজনে প্রতিজন্মেই আমার সেবক।

১১৪। শ্রীবিগ্রহরূপে গোপালদেব—তাঁহাদের গ্রামে, বিদ্যানগরেই যেন অবস্থান করেন, উভয় বিপ্র সেই প্রার্থনাই করিলেন। **কিঙ্করের** ইত্যাদি—ঐস্থানে তাঁহার অবস্থান তাঁহার ভক্তবাৎসল্যেরই একটা জলন্ত নিদর্শন

গোপাল রহিলা,—দোঁহে করেন সেবন।
দেখিতে আইসে তবে দেশের লোকজন॥ ১১৫
সে দেশের রাজা আইল আশ্চর্য্য শুনিয়া।
পরম সন্তোষ পাইল গোপাল দেখিয়া॥ ১১৬
মন্দির করিয়া রাজা সেবা চালাইল।
'সাক্ষিগোপাল' বলি নাম খ্যাতি হৈল॥ ১১৭
এইমতে বিদ্যানগরে সাক্ষিগোপাল।
সেবা অঙ্গীকার করি আছে চিরকাল॥ ১১৮
উৎকলের রাজা—পুরুষোত্তমদেব নাম।
সেই দেশ জিনিলেন করিয়া সংগ্রাম॥ ১১৯
সেই রাজা জিনি লৈল তার সিংহাসন।
'মাণিক্যসিংহাসন' নাম অনেক রতন॥ ১২০
পুরুষোত্তমদেব সেই বড় ভক্ত-আর্য্য।
গোপাল-চরণে মাগে চল মোর রাজ্য॥ ১২১
তাঁর ভক্তিবশে গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল।
গোপাল লইয়া সেই কটক আইল॥ ১২২
জগন্নাথে আনি দিল মাণিক্যসিংহাসন।
কটকে গোপালসেবা করিল স্থাপন॥ ১২৩
তাঁহার মহিষী আইলা গোপাল-দর্শনে।
ভক্ত্যে বহু অলঙ্কার কৈল সমর্পণে॥ ১২৪
তাঁহার নাসাতে বহুমূল্য মুক্তা হয়।
তাহা দিতে ইচ্ছা হৈল—মনেতে চিন্তয়—॥১২৫
ঠাকুরের নাসাতে যদি ছিদ্র থাকিত।
তবে এই দাসী মুক্তা নাসাতে পরাইত॥ ১২৬
এত চিন্তি নমস্করি গেলা স্বভবনে।
রাত্রিশেষে গোপাল তাঁরে কহেন স্বপনে—॥ ১২৭
বালক-কালে মাতা মোর নাসা ছিদ্র করি।
মুক্তা পরাইয়াছিলা বহুযত্ন করি॥ ১২৮
সেই ছিদ্র অদ্যাপি মোর আছয়ে নাসাতে।
সেই মুক্তা পরাহ—যাহা চাহিয়াছ দিতে॥ ১২৯
স্বপ্ন দেখি সেই রাণী রাজারে কহিল।
রাজা সঙ্গে মুক্তা লঞা মন্দিরে আইল॥ ১৩০
পরাইল মুক্তা—নাসায় ছিদ্র দেখিয়া।
মহামহোৎসব কৈল আনন্দিত হৈয়া॥ ১৩১
সেই-হৈতে গোপালের কটকেতে স্থিতি।
এই-লাগি 'সাক্ষিগোপাল' নাম হৈল খ্যাতি॥১৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইবে। সেবকের প্রতি দয়া করিয়া শ্রীবৃন্দাবন হইতে হাঁটিয়া তিনি এখানে আসিয়াছেন, আসিয়া এখানে রহিয়া গেলেন—একথা লোকমুখে সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইবে।

১১৭। বিদ্যানগর-অঞ্চলের রাজা শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া গোপালের সেবা চালাইতে লাগিলেন।

১১৯। **সেই দেশ**—বিদ্যানগর-অঞ্চলস্থিত দেশ। **জিনিলেন**—জয় করিলেন। **সংগ্রাম**—যুদ্ধ।

১২০। **তার সিংহাসন**—বিদ্যানগর-দেশের রাজার সিংহাসন। **মাণিক্য সিংহাসন**—ইহা সিংহাসনের নাম; সিংহাসনে অনেক মণিমাণিক্যাদি ছিল বলিয়া এই নাম হইয়াছে।

১২১। **ভক্ত-আর্য্য**—ভক্ত এবং আর্য্য (সরল)! "আর্য্য" স্থলে "বর্য্য"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; অর্থ—শ্রেষ্ঠ। **মাগে**—প্রার্থনা করেন। রাজা পুরুষোত্তমদেব তাঁহার দেশে (উৎকলে) যাওয়ার জন্য শ্রীগোপালের চরণে প্রার্থনা করিলেন।

১২২-২৩। বিদ্যানগর হইতে শ্রীগোপালকে আনিয়া কটকে স্থাপন করিলেন এবং মাণিক্যসিংহাসনখানা শ্রীজগন্নাথকে দিলেন।

১২৪। **তাঁহার মহিষী**—পুরুষোত্তমদেবের রাণী। **ভক্ত্যে**—ভক্তির সহিত।

১২৭-২৮। **স্বভবনে**—নিজের ঘরে। **মাতা**—শ্রীযশোদা।

১৩০। **রাজা সঙ্গে** ইত্যাদি—রাজাকে সঙ্গে করিয়া মহিষী মুক্তা লইয়া মন্দিরে আসিলেন।

১৩২। **এই লাগি**—শ্রীবৃন্দাবন হইতে বিদ্যানগরে আসিয়া সাক্ষ্য দিয়াছেন বলিয়া।

নিত্যানন্দগোসাঞির মুখে গোপালচরিত।
শুনি তুষ্ট হৈলা প্রভু স্বভক্ত-সহিত ॥ ১৩৩
গোপালের আগে যবে প্রভুর হয় স্থিতি।
ভক্তগণ দেখে যেন দোঁহে একমূর্ত্তি ॥ ১৩৪
দোঁহে একবর্ণ—দোঁহে প্রকাণ্ড-শরীর।
দোঁহে রক্তাম্বর—দোঁহার স্বভাব গম্ভীর ॥ ১৩৫
মহাতেজোময় দোঁহে কমলনয়ন।
দোঁহার ভাবাবেশ-মন চন্দ্রবদন ॥ ১৩৬
দোঁহা দেখি নিত্যানন্দপ্রভু মহারঙ্গে।
ঠারাঠারি করি হাসে ভক্তগণ সঙ্গে ॥ ১৩৭
এইমত নানারঙ্গে সে রাত্রি বঞ্চিয়া।
প্রভাতে চলিলা মঙ্গল-আরতি দেখিয়া ॥১৩৮
ভুবনেশ্বর-পথে যৈছে করিল গমন।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥ ১৩৯
কমলপুরে আসি ভার্গীনদী-স্নান কৈল।
নিত্যানন্দ-হাথে প্রভু দণ্ড ধরিল ॥১৪০
কপোতেশ্বর দেখিতে গেলা ভক্তগণ সঙ্গে।
এথা নিত্যানন্দপ্রভু কৈল দণ্ডভঙ্গে ॥ ১৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৩৪। **দোঁহে**—শ্রীগোপাল ও শ্রীচৈতন্য। কোন্ কোন্ সাধারণ লক্ষণে উভয়কে একমূর্ত্তি বলা হইয়াছে, তাহা পরবর্ত্তী দুই পয়ারে উক্ত হইয়াছে। **একমূর্ত্তি**—উভয়ের মূর্ত্তি (বা বিগ্রহ) ঠিক যেন একরূপ।

১৩৫-৩৬। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীগোপাল এই উভয়ের বর্ণ একরূপ, উভয়ের শরীর সমরূপে প্রকাণ্ড (সমান উচ্চ, সমান বলিষ্ঠ), উভয়ের পরিধানেই রক্ত বস্ত্র, দেখিতে উভয়কেই গম্ভীর প্রকৃতি বলিয়া মনে হয়, উভয়ের কলেবরই তেজোময়; উভয়ের নয়নই কমলের ন্যায় আয়ত, উভয়ের মনই যেন ভাবে আবিষ্ট এবং উভয়ের বদনই চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক। সাধারণতঃ শ্রীচৈতন্য পীতবর্ণ এবং শ্রীগোপাল কৃষ্ণবর্ণ হইলেও এক্ষণে উভয়ের বর্ণই একরূপ হইয়া গেল। মহাপ্রভুর বস্ত্র ছিল রক্তবর্ণ, আর গোপালের বস্ত্র ছিল পীতবর্ণ; এক্ষণে উভয়ের বস্ত্রই রক্তবর্ণ—মহাপ্রভুর বস্ত্রের বর্ণ—হইয়া গেল; ইহা হইতে মনে হয়, গোপাল—মহাপ্রভুর বস্ত্রের ন্যায়, মহাপ্রভুর বর্ণও—পীতবর্ণ ই ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীরাধার পীতবর্ণকান্তিচ্ছটা শ্রীকৃষ্ণের শ্যামবর্ণকে পীতত্ব দান করিয়া শ্যামকে গৌর করিয়াছে; এক্ষণে গৌরের দেহে থাকিয়াও আবার শ্রীগোপালবিগ্রহের কৃষ্ণবর্ণকে পীতত্ব দান করিল। প্রভুর এই লীলায় গৌর ও কৃষ্ণের একত্ব প্রদর্শিত হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরাধার কান্তিচ্ছটার অপূর্ব্ব মাহাত্ম্যও প্রদর্শিত হইল—যে কান্তিচ্ছটার অন্তরালে শ্রীকৃষ্ণের শ্যামত্ব সর্ব্বদাই লুক্কায়িত থাকিতেই যেন ব্যস্ত।

কিন্তু সাক্ষিগোপাল এবং গৌর যে একবর্ণবিশিষ্টরূপে দৃষ্ট হইয়াছিলেন, একথা কবিকর্ণপূর বলেন না। তাঁহার মতে তখনও উভয়ের স্বাভাবিক বর্ণই দৃষ্ট হইয়াছিল—গৌর গৌরবর্ণ এবং সাক্ষিগোপাল শ্যামবর্ণ; প্রভাবাদিতে অবশ্য উভয়ে একরূপই দৃষ্ট হইয়াছিলেন। "উভৌ গৌরশ্যামদ্যুতি-কৃত-বিভেদৌ ন তু মহাপ্রভাবাদ্যৈর্ভিন্নৌ সপদি দদৃশাতে জনচয়ৈঃ ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্। ১১।৭৯ ॥" শ্রীচৈতন্যভাগবতে এবিষয়ে কোনও বর্ণনা দৃষ্ট হয় না।

১৩৭। **ঠারাঠারি**—নয়নভঙ্গীপূর্ব্বক ঈশারা।

১৪০। **কমলপুর**—পুরী জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম; এস্থল হইতে শ্রীজগন্নাথমন্দিরের ধ্বজা দেখা যায়। **নিত্যানন্দহাতে** ইত্যাদি—সন্ন্যাসীর দণ্ড থাকে, প্রভুরও ছিল; তিনি স্বীয় দণ্ড শ্রীমন্নিত্যানন্দের নিকটে রাখিয়া কপোতেশ্বর দর্শনে গেলেন।

১৪১-৪২। **কপোতেশ্বর**—এখানে কপোতেশ্বর-নামক অনাদি-শিবলিঙ্গ আছে; এজন্য এই স্থানের নাম কপোতেশ্বর। বৃন্দাবনদাস বলেন—প্রভুর রেমুণায় পৌছিবার পূর্ব্বেই সুবর্ণরেখানদীতীরে দণ্ডভাঙ্গা হইয়াছিল। ২।৩।২১৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **কৈল দণ্ডভঙ্গে**—নিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুর দণ্ড ভাঙ্গিয়া তিন খণ্ড করিয়া জলে ভাসাইয়া দিলেন। দণ্ড ভাঙ্গিবার কারণ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতে এইরূপ লিখিত হইয়াছে:—"দণ্ড হাতে করি হাসে নিত্যানন্দ রায়। দণ্ডের সহিত কথা কহেন লীলায় ॥ অহে দণ্ড আমি যারে বহিয়ে হৃদয়ে। সে তোমারে বহিবেক

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এত যুক্তি নহে ॥ এত বলি বলরাম পরম প্রচণ্ড। ফেলিলেন দণ্ড ভাঙ্গি করি তিন খণ্ড ॥ অন্ত্য। ২।" দণ্ড ভাঙ্গিবার আরও এক কারণ হইতে পারে। সন্ন্যাসীরা দণ্ড ধারণ করেন কেন? শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, (১১।১৮।১৭):—"মৌনানীহানিলায়ামা দণ্ডা বাগ্দেহচেতসাম্। নহ্যেতে যস্য সন্ত্যঙ্গ বেণুভির্নভবেদ্ যতিঃ॥ মৌনই বাক্যের দণ্ড, কাম্যকর্ম্মত্যাগই দেহের দণ্ড এবং প্রাণায়ামই চিত্তের দণ্ড; এই তিন প্রকার দণ্ড যাহার নাই, সে কেবল বাঁশের দণ্ড ধারণ করিলেই সন্ন্যাসী হইতে পারে না।" ফলতঃ যিনি বাক্য, দেহ ও মনকে সংযত করিয়াছেন, তিনিই ত্রিদণ্ডী, তিনিই যতি। পূর্ব্বে সন্ন্যাসীরা মৌন, কাম্যকর্ম্মত্যাগ এবং প্রাণায়াম, এই তিনটী দণ্ডের প্রতিনিধিস্বরূপ বা স্মারক তিনটী বংশদণ্ড ধারণ করিতেন; এজন্য তাঁহাদিগকে ত্রিদণ্ডী বলা হইত। এই তিনটী বংশদণ্ড মৌন-প্রভৃতি তিনটী দণ্ডের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিত; ইহাই কেবল তিনটী বংশদণ্ডের উপকারিতা ছিল। শঙ্করাচার্য্যের সময় হইতে তিনটীর পরিবর্ত্তে একটী দণ্ড ব্যবহৃত হইত; মহাপ্রভুরও একটী মাত্র বংশদণ্ড ছিল; পূর্ব্বের তিনটী মিলিত হইয়াই যেন শঙ্করাচার্য্যের সময় হইতে একটী হইয়া গিয়াছে।

যাহা হউক, বাক্য রজোগুণের ক্রিয়া, দেহ তমোগুণের ক্রিয়া এবং চিত্ত সত্ত্বগুণের কার্য্য; সুতরাং যাহারা এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার অধীন, তাহাদের পক্ষেই আসক্তি-নিবারণার্থ মৌন, কাম্যকর্ম্মত্যাগ ও প্রাণায়াম এই তিনটী দণ্ডের প্রয়োজন। শ্রীচৈতন্য স্বয়ং-ভগবান্, তিনি মায়াতীত; তাঁহার বাক্য, দেহ ও চিত্ত সচ্চিদানন্দময়, মায়ার কার্য্য নহে; সুতরাং তাঁহার আবার দণ্ডের প্রয়োজন কি? ইহা দেখাইবার জন্যই নিত্যানন্দপ্রভু দণ্ডটীকে ভাঙ্গিয়া নদীর স্রোতে ভাসাইয়া দিলেন; উদ্দেশ্য, দণ্ড মায়ার অধিকারেই দরকার; সুতরাং ইহা মায়া-স্রোতেই ভাসিয়া যাউক। তিন খণ্ড করার উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ব্বে তিনটী দণ্ডই ধারণ করা হইত; তিনটী মিলিয়া শঙ্করাচার্য্যের সময়ে যখন এক হইয়াছে, এখন আবার তিনি একটীকে ভাঙ্গিয়া তিনটী করিলেন; তিনটী দণ্ডই বাক্য, দেহ ও চিত্ত এই তিনটী মায়িকবস্তুকে সংযত করার নিদর্শন; তাই শ্রীনিত্যানন্দ তিনটীকে মায়ার স্রোতে ভাসাইয়া দিলেন, মায়াতেই মায়া মিশাইয়া দিলেন।

অথবা—দণ্ড হইল শাসনের প্রতীক, অস্ত্রের প্রতীক; দণ্ডদ্বারা বা অস্ত্রদ্বারা যিনি শাসন করিবেন, তাঁহারই দণ্ডের প্রয়োজন। কিন্তু এই প্রেমসিন্ধু-অবতারে মহাপ্রভু বা তাঁহার পার্ষদগণের কেহই তো অস্ত্রধারণ করেন নাই, দণ্ডদ্বারা কাহাকেও শাসনও করেন নাই—তখন পর্য্যন্ত—করিবেনও না। "রাম-আদি অবতারে, ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে, অসুরেরে করিল সংহার। এবে অস্ত্র না ধরিল, প্রাণে কারে না মারিল, চিত্তশুদ্ধি করিল সভার॥" এই পরমদয়াল-অবতারে প্রভু অসুরদিগকে প্রাণে মারেন নাই—নাম-প্রেম দিয়া, শ্রীঅঙ্গের দর্শন দেওয়াইয়া—তাহাদের চিত্তের অসুরত্ব দূরীভূত করিয়া তাহাদিগকে ধন্য করিয়াছেন। দণ্ডের যখন কোনও প্রয়োজনই নাই, অনর্থক আর দণ্ড রাখারই বা প্রয়োজন কি? প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন—পড়ুয়ানিন্দকাদির চিত্তের অসুরত্ব দূর করার নিমিত্ত; ইহাদের অসুরত্বও দণ্ডপ্রয়োগে দূর করার সঙ্কল্প তাঁহার ছিল না, তদ্রূপ সঙ্কল্প থাকিলে তাঁহার সন্ন্যাসেরই প্রয়োজন হইত না; ইহাদের অসুরত্বও তিনি দূরীভূত করিবেন—ক্ষমাদ্বারা (১।১৭।২৫)। প্রভুর এই সন্ন্যাসও তাঁহার ভজন-সাধনের—চিত্তসংযমের—নিমিত্ত নয় (২।৩।৬৮); তাহাই যদি হইত, তবে দণ্ডের প্রয়োজন হইত। সন্ন্যাস তাঁহার একটা উপলক্ষ্যমাত্র—উদ্দেশ্য কৃপাবৃষ্টিদ্বারা নিন্দকাদির চিত্ত-শোধন করা। কৃপাবিতরণই যদি উদ্দেশ্য, তাহা হইলে আর ভয়সঞ্চারক দণ্ডের প্রয়োজন কি? তাই গৌরকৃপার মূরতি নিতাই প্রভুর দণ্ড ভাঙ্গিয়া দিলেন; কৃপাবিতরণের পক্ষে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ, প্রভুর শ্রীমুখ এবং প্রভুর হেমদণ্ডভুজযুগলই যথেষ্ট।

অথবা—শ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্তি হইতে বুঝা যায়—শ্রীনিতাইচাঁদের প্রাণকোটিপ্রিয় শ্রীমন্মহাপ্রভু যে একটা বংশদণ্ড বহন করিয়া বেড়াইবেন, ইহা তাঁহার পক্ষে অসহ্য; তাই শ্রীনিতাই দণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ইহা শ্রীমন্-মহাপ্রভুর প্রতি নিতাইচাঁদের গভীর প্রেমের পরিচায়ক। (১৫৫-৫৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

মহেশ দেখিয়া—কপোতেশ্বর-মহাদেবকে দর্শন করিয়া (ফিরিয়া আসিলেন, ভক্তগণের সঙ্গে)।

তিনখণ্ড করি দণ্ড দিল ভাসাইয়া।
ভক্ত-সঙ্গে আইলা প্রভু মহেশ দেখিয়া ॥ ১৪২
জগন্নাথের দেউল দেখি আবিষ্ট হইলা।
দণ্ডবৎ করি প্রেমে নাচিতে লাগিলা ॥ ১৪৩
ভক্তগণ আবিষ্ট হৈয়া সভে নাচে গায়।
প্রেমাবেশে প্রভুসঙ্গে রাজমার্গে যায় ॥ ১৪৪
হাসে কান্দে নাচে প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন।
তিনক্রোশ পথ হৈল সহস্র-যোজন ॥ ১৪৫
চলিতে-চলিতে প্রভু আইলা আঠারনালা।
তাঁহা আসি প্রভু কিছু বাহ্য প্রকাশিলা ॥ ১৪৬
নিত্যানন্দে প্রভু কহে—দেহ মোর দণ্ড।
নিত্যানন্দ কহে—দণ্ড হৈল তিনখণ্ড ॥ ১৪৭
প্রেমাবেশে পড়িলে তুমি, তোমারে ধরিলুঁ।
তোমাসহ সেই-দণ্ড-উপরে পড়িলু ॥ ১৪৮
দুইজনার ভরে দণ্ড খণ্ডখণ্ড হৈল।
সেই খণ্ড কাহাঁ পড়িল, কিছু না জানিল ॥ ১৪৯
মোর অপরাধে তোমার দণ্ড হৈল খণ্ড।
যেই যুক্ত হয় মোর কর তার দণ্ড ॥ ১৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৪৩। **জগন্নাথের দেউল**—পুরীস্থিত শ্রীজগন্নাথের মন্দির। কমলপুর হইতে শ্রীমন্দিরের চূড়ার ধ্বজা দেখা যায়। **আবিষ্ট**—প্রেমে আবিষ্ট।

১৪৪। **রাজমার্গে**—রাজপথে; প্রকাশ্য রাস্তায়। ভক্তগণ প্রেমাবিষ্ট হইয়া প্রভুর সঙ্গে রাজপথে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং প্রেমাবেশে কখনও বা হাসিতে হাসিতে, কখনও বা নাচিতে নাচিতে, কখনও বা কাঁদিতে কাঁদিতে আবার কখনও বা হুঙ্কার-গর্জ্জন করিতে করিতে প্রভু পথ চলিতে লাগিলেন এবং ক্রমশঃ আঠার নালায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

১৪৬। **আঠার নালা**—পুরীর নিকটে নদীর উপরে একটী পুল আছে; এই পুলের আঠারটী ফুকার বা নালা আছে; এইজন্য ইহাকে আঠারনালা বলে। ইহা পার হইয়া পুরীতে যাইতে হয়।

বাহ্য প্রকাশিলা—বাহ্যজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইল।

১৪৭। প্রেমাবেশে ছিলেন বলিয়া এতক্ষণ পর্য্যন্ত দণ্ডের খোঁজই প্রভুর ছিলনা; এক্ষণে বাহ্যস্ফূর্ত্তি হওয়ায় দণ্ডের খোঁজ করিলেন।

১৪৮-৫০। শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন—"তোমার দণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্রেমাবেশে তুমি দণ্ডায়মান অবস্থা হইতে মাটীতে পড়িয়া যাইতেছিলে; তখন আমি তোমাকে ধরিয়াছিলাম; কিন্তু ধরিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিলাম না—উভয়েই সেই দণ্ডের উপরে পড়িলাম; উভয়ের ভরে দণ্ড ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল; সে খণ্ডগুলি কোথায় পড়িয়া রহিয়াছে, বলিতে পারা যায় না। বস্তুতঃ আমার দোষেই তোমার দণ্ড ভাঙ্গিল, আমাকে তুমি উপযুক্ত শাস্তি দাও।"

কিভাবে প্রভুর দণ্ড ভঙ্গ হইল, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী ১৪১-৪২ পয়ারে বলা হইয়াছে—শ্রীমন্নিত্যানন্দই স্বহস্তে তাহা ভাঙ্গিয়াছেন; শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রমাণেও জানা যায়—শ্রীমন্নিত্যানন্দই দণ্ড ভাঙ্গিয়াছেন; অথচ ১৪৮-৪৯ পয়ার হইতে বুঝা যায়—তিনি নিজে দণ্ড ভাঙ্গেন নাই—মহাপ্রভুর প্রেমাবেশই দণ্ডভঙ্গের মুখ্য কারণ। ১৪৮-৪৯ পয়ারের যথাশ্রুত অর্থ হইতে বুঝা যায়—শ্রীনিতাইচাঁদ সত্যগোপন করিয়াছেন। কিন্তু সত্যস্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দ্বিতীয় কলেবর শ্রীবলদেবস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ—কি সত্যের মর্য্যাদা হানি করিলেন? না, তাহা নহে। মহাপ্রভুর প্রেমাবেশই দণ্ডভঙ্গের মুখ্যকারণ—প্রবর্ত্তক কারণ। ১৪৭ পয়ারের মর্ম্ম হইতে বুঝা যায়—প্রেমাবেশবশতঃ প্রভুর দণ্ডের অনুসন্ধানই থাকেনা; সুতরাং প্রেমাবেশই দণ্ড সম্বন্ধীয় বিস্মৃতির হেতু; যেখানে যে বস্তুর প্রয়োজন নাই, সেখানেই সেই বস্তুর বিস্মৃতি—অননুসন্ধান; সুতরাং প্রভুর প্রেমাবেশজনিত দণ্ড-বিস্মৃতিও দণ্ডের অনাবশ্যকতা সূচিত করিতেছে; যাহা অনাবশ্যক, তাহা থাকা-না-থাকা সমান। দ্বিতীয়তঃ—দণ্ড, সন্ন্যাসের চিহ্ন, সন্ন্যাসের

শুনি প্রভু মনে কিছু দুঃখ প্রকাশিলা।
ঈষৎ ক্রোধ করি কিছু সভারে কহিলা—॥ ১৫১
নীলাচলে আনি আমা সভে হিত কৈলা।
সবে দণ্ড ধন ছিল— তাহা না রাখিলা॥ ১৫২
তুমি সব আগে যাহ ঈশ্বর দেখিতে।
কিবা আমি আগে যাই, না যাব সহিতে॥ ১৫৩
মুকুন্দদত্ত কহে—প্রভু! তুমি চল আগে।
আমি সব পাছে যাব, নাহি যাব সঙ্গে॥ ১৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

উদ্দেশ্যের প্রতীক। (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৪১-৪২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু প্রভুর সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য ছিল—কৃপাবৃষ্টিদ্বারা, প্রেমবিতরণদ্বারা নিন্দকাদির অসুরত্ব বিনাশ করা, জগতের উদ্ধার করা; তাহা তিনি করিয়াছেন—প্রেমাবেশজনিত নৃত্যকীর্ত্তন-প্রলাপাদিদ্বারা; এই কার্য্যে শাসনের—অস্ত্রের—প্রতীক দণ্ডের প্রয়োজন ছিল না। এস্থলেও দেখা যায়—প্রভুর প্রেমাবেশই দণ্ডের অনাবশ্যকতার হেতু। এইরূপে প্রভুর প্রেমাবেশ দণ্ডের অনাবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়া দণ্ডভঙ্গের মুখ্য হেতু হইয়াছে। যে লীলাশক্তির বৈচিত্রীবিশেষ প্রেমাবেশরূপে দণ্ডের অনাবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিল, সেই লীলাশক্তিই অনাবশ্যক-দণ্ডের অস্তিত্ব নিরাকরণের নিমিত্ত শ্রীমন্নিত্যানন্দকে প্রবর্ত্তিত করিল; এইরূপে দণ্ডভঙ্গ-ব্যাপারে শ্রীনিত্যানন্দ হইলেন উপলক্ষ্যমাত্র—কিন্তু মূলকারণ হইল প্রভুর প্রেমাবেশ। এই প্রেমাবেশের আধার হইলেন মহাপ্রভু। ভোজনে বসিয়া, কি রান্না করিতে বসিয়া কেহ যদি বলে—ঘৃতপাত্র আন—তবে ঘৃত আনার কথাই বলা হইতেছে বুঝায়; এরূপ স্থলে এবং এতাদৃশ অন্যান্য অনেকস্থলে আধার ও আধেয়ের অভেদ সূচিত হয়। আলোচ্য ১৪৮ পয়ারেও আধার ও আধেয়ের অভেদ সূচনা করা হইয়াছে বলিয়াই যদি মনে করা যায়—তাহা হইলে "তুমি—মহাপ্রভু"-তে এবং প্রেমাবেশে কোন পার্থক্য থাকেনা। তাহা হইলে ১৪৮ পয়ারের অর্থ হইল এই যে—"তোমার প্রেমাবেশের সঙ্গে জড়াজড়ি করিয়া আমি দণ্ডের উপরে পতিত হওয়াতেই দণ্ড ভাঙ্গিয়াছে—তোমার প্রেমাবেশ উচ্ছলিত হইয়া উঠাতেই আমাকে উঠিয়া ধরিতে হইল—প্রকারান্তরে তোমার প্রেমাবেশই আমাকে প্রবর্ত্তিত করিল এবং তাহার ফলেই দণ্ড ভাঙ্গিল।" এইরূপে প্রভুর প্রেমাবেশই হইল দণ্ডভঙ্গের মুখ্যকারণ, শ্রীনিত্যানন্দ গৌণকারণ—উপলক্ষ্যমাত্র। সুতরাং দণ্ডভঙ্গ-বিষয়ে শ্রীনিত্যানন্দ-কথিত ১৪৮ পয়ারের মর্ম্মে প্রকৃতপক্ষে সত্যের অপলাপ করা হয় নাই। **দুইজনার ভরে**—তোমার ও আমার ভরে—তোমার প্রেমাবেশের এবং প্রেমাবেশকর্ত্তৃক প্রণোদিত আমার ভরে—উভয়ের মিলিত কর্ম্মে—দণ্ড খণ্ড খণ্ড হইয়াছে। **সেই খণ্ড কাঁহা** ইত্যাদি—সেই দণ্ডের খণ্ডগুলি কোথায় পড়িয়াছে, তোমার প্রেমাবেশ তাহা জানিতে পারে নাই—প্রেমাবেশবশতঃ তুমি তাহা জানিতে পার নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে—পূর্ব্বোক্তরূপই যদি ১৪৮-৪৯ পয়ারের তাৎপর্য্য হয়, তাহা হইলে এত প্রচ্ছন্নভাবে না বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দ সরল কথায় প্রভুকে দণ্ডভঙ্গের কারণ বলিলেন না কেন? তাহার কারণ এই,—সরল ভাবে বলিতে গেলে প্রভুর স্বরূপ এবং স্বরূপানুবন্ধী ভাবের কথা আসিয়া পড়িত; কিন্তু প্রভু ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া তিনি তাঁহার স্বরূপকে এবং স্বরূপানুবন্ধিভাবসমূহকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে চাহিতেন; কেহ তাহা প্রকাশ করিতে গেলে প্রভু বিরক্ত হইতেন। তাই শ্রীনিত্যানন্দ সোজা কথায় খুলিয়া বলেন নাই।

১৫২। নীলাচলে আনি ইত্যাদি—ইহা প্রভুর রোষের উক্তি; অর্থ বিপরীত। নীলাচলে আনিয়া তোমরা সকলে আমার হিত (অর্থাৎ অহিতই) করিতেছ। **সবে দণ্ডধন** ইত্যাদি—সমস্তই তো ছাড়িয়া আসিয়াছি; থাকার মধ্যে ছিল একমাত্র দণ্ড—তাহাও তোমরা নষ্ট করিয়া দিলে। আমার আশ্রমের চিহ্ন বলিয়াও একটু বিবেচনা করিলে না।

১৫৩। আর আমি তোমাদের সঙ্গে যাইব না; হয় তোমরা আগে যাইয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন কর, আমি পরে যাইব—আর না হয় আমি আগে যাই, তোমরা পরে আসিও।

১৫৪। মুকুন্দ কলিলেন—"প্রভু, তুমিই আগে যাও, আমরা পরে যাইব।" মুকুন্দের একথা বলার হেতু

এত শুনি প্রভু আগে চলিলা শীঘ্রগতি।
বুঝিতে না পারে কেহো দুই প্রভুর মতি—॥ ১৫৫
ইহোঁ কেনে দণ্ড ভাঙ্গে, তেঁহো কেনে ভাঙ্গায়।
ভাঙ্গাইয়া কেনে ক্রুদ্ধ ইহোঁ ত দোষায়?॥ ১৫৬
দণ্ডভঙ্গলীলা এই পরম-গভীর।
সে-ই বুঝে—দোঁহার পদে যার ভক্তি ধীর॥ ১৫৭
ব্রহ্মণ্যদেব-গোপালের মহিমা এই ধন্য।
নিত্যানন্দ বক্তা যার—শ্রোতা শ্রীচৈতন্য॥ ১৫৮
শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া ইহা শুন ভক্তগণ।
অচিরে পাইবে কৃষ্ণচৈতন্য-চরণ॥ ১৫৯
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যাঁর আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১৬০

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে
সাক্ষিগোপালচরিতবর্ণনং নাম
পঞ্চমপরিচ্ছেদঃ॥

ছিল বোধ হয় এই যে—"প্রভু তো প্রায়ই প্রেমাবেশে অজ্ঞানের মত হইয়া পড়িয়া থাকেন; যদি তিনি আগে যায়েন, তাহা হইলে পথে কোথাও প্রেমাবেশে পড়িয়া থাকিলে আমরা পরে যাওয়ার সময় দেখিতে পাইব, সময়োচিত ব্যবস্থা করিতে পারিব; কিন্তু আমরা যদি আগে চলিয়া যাই, তাহা হইলে, আমাদের পশ্চাদ্ভাগে কোথাও প্রভু পড়িয়া থাকিলে তো আমরা তাহা জানিতে পারিব না, সময়োচিত ব্যবস্থাও করিতে পারিব না; তাতে প্রভুর বড় কষ্ট হইবে।"

১৫৫-৫৬। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৪১-২ পয়ারের এবং ১৪৮-৯ পয়ারের টীকায় দণ্ডভঙ্গের যে কারণ বলা হইয়াছে, তাহা হইল গূঢ় কারণ; তাহা ব্যতীত আরও একটী বাহ্যিক কারণ আছে—তাহা সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের উদ্ধারের সূচনা। পূর্ব্বোক্ত গূঢ় কারণটি ঠিক এই সময়ে এবং এইস্থানেই যে কার্য্যরূপে প্রকটিত হইল, তাহার হেতু এই যে—সার্ব্বভৌমের উদ্ধারের সূচনার পক্ষে ইহাই ছিল খুব অনুকূল সময় ও স্থান।

আগে—শ্রীনিত্যানন্দাদির আগে। **শীঘ্রগতি**—খুব তাড়াতাড়ি। **ইহোঁ কেনে** ইত্যাদি—শ্রীচৈতন্যের প্রেরণাতেই শ্রীনিত্যানন্দ দণ্ড ভাঙ্গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দের হৃদয়ে দণ্ড ভাঙ্গার ইচ্ছার উদ্রেক করিলেন কেন? ইহার উদ্দেশ্য—সার্ব্বভৌমের প্রতি কৃপা করা। দণ্ড ভাঙ্গাতেই মহাপ্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া একাকী আগে চলিয়া গেলেন; যাইয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন; তখন তাঁহাকে একাকী দেখিয়া সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে গৃহে নিয়া সুস্থ করিলেন; এই ঘটনাতেই সার্ব্বভৌমের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা-প্রকাশের সূচনা হয়। যদি দণ্ড ভঙ্গ না হইত, তাহা হইলে শ্রীনিত্যানন্দাদি প্রভুর সঙ্গেই যাইতেন, তাঁহারাই প্রভুকে সুস্থ করিতেন, সার্ব্বভৌমের গৃহে যাওয়ার ঐরূপ অপূর্ব্ব সুযোগ হইত না।

ভাঙ্গাইয়া কেনে ইত্যাদি—

তাঁহার প্রেরণাতেই যদি নিত্যানন্দ দণ্ড ভাঙ্গিলেন, তবে তিনি রাগ করিলেন কেন? রাগ করিয়া আগে চলিয়া গেলেন কেন? প্রভুর এই ক্রোধ, জীব-শিক্ষার জন্য। প্রাকৃত জীব যেন সন্ন্যাসাশ্রমে থাকিয়া দণ্ড না ভাঙ্গে, এই উদ্দেশ্যেই ক্রোধ।

অথবা, প্রভু সর্ব্বদাই স্বীয় স্বরূপের গোপন করিতে চাহেন। শ্রীনিত্যানন্দ যাহা করিলেন, তাহাতে তাঁহার স্বরূপ এবং স্বরূপানুবন্ধী ভাব প্রকাশ হইয়া পড়িতে পারে বলিয়াও হয়তো তিনি একটু রোষ প্রকাশ করিলেন।

১৫৭। **দোঁহার পদে**—শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের চরণে। **ভক্তি ধীর**—অচলা ভক্তি।